দৈনিক জনকণ্ঠ

14 MAR 2008

কোন কোন ঢাকা বোর্ড কর্মচারা‹
একাধিক বাড়ি, প্লট ফ্ল্যাট, দোকান

ফজলে নোমানী ॥ ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কোন কোন কর্মচারী রাজধানীতে একাধিক বাড়ি, প্লট, ফ্ল্যাট ও দোকানের মালিক। অভিযোগ রয়েছে অর্থের বিনিময়ে জাল সার্টিফিকেট সরবরাহ, পরীক্ষার্থীদের খাতা তল্লাশীর তথ্য সরবরাহ, টেবুলেশন শীটে গরমিল—এসব করেই তাঁরা একেকজন কোটিপতি বনে গেছেন। অফিসের খাতায় নামমাত্র স্বাক্ষর করে দিনভর তাঁরা নিজস্ব ব্যবসায়িক কাজকর্ম সারেন। এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার সময় হলেই এঁরা অফিসে নিয়মিত হন। বোর্ড অফিস ও তার আশপাশের এলাকায় অবস্থানকারী একশ্রেণীর দালাল চক্র [illegible]

কর্মচারীর অনেকেই কাজ করতে না পারলে আবার টাকা ফেরত দেন। আবার টাকা দিয়েও কাজ না হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থীই তাঁদের পেছে ঘুরে জুতার তলা ক্ষয় করেও নাগাল পান না।

ক্যায়সে বনা ক্রোড়পতি

পরীক্ষা পদ্ধতি কম্পিউটারাইজ হবার পর থেকে এসব কর্মচারীর অবাধ বাণিজ্য কিছুটা কমে যাওয়ায় তাঁরা এখন নিজস্ব ব্যবসাতেই বেশি মনোযোগী। এমনই এক কোটিপতি কর্মচারী শিক্ষাবোর্ডের উচ্চমান সহকারী সিরাজুল ইসলাম।

(৩ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ ৫

কোন কোন ঢাকা

(প্রথম পাতার পর)

আশির দশকের মাঝামাঝি নিম্নমান সহকারী হিসাবে শিক্ষাবোর্ডে যোগ দিয়ে আজ তিনি ঢাকার কামরাঙ্গীরচর এলাকায় ৪টি ৫তলা বাড়ির মালিক। একটি পাঁচতলা বাড়ির নির্মাণ কাজ চলছে। শৌখিন সিরাজুল বাড়িগুলো ৩/৪ কাঠার প্লটের ওপর একই ধাঁচে তৈরি করেছেন। 'ইত্যাদি জেনারেল স্টোর' নামের একটি দোকান পরিচালনা করেন শ্যালককে দিয়ে। রাজধানীতে অন্যত্র তাঁর আরও নামে-বেনামে সম্পত্তি রয়েছে বলে জানা গেছে। গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরেও প্রচুর বিষয়সম্পত্তি থাকার তথ্য তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে। তবে জনকণ্ঠের সঙ্গে টেলিফোন আলাপে তিনি কেবল পূর্ব রসুলপুর মেইনরোডে একটি পাঁচতলা বাড়ি থাকার কথা স্বীকার করেছেন। পরীক্ষার ফিস জালিয়াতি বা সার্টিফিকেট জালিয়াতির সঙ্গে তিনি যুক্ত নন বলেও দাবি করেন। সাধারণ পরিবারের সন্তান হলেও অতিরিক্ত বিষয়সম্পত্তি তিনি ব্যবসার মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন বলে দাবি করেন। জোনাব আলী সরদারের পুত্র সিরাজুল ইসলাম শরীয়তপুরের গ্রামের বাড়িতে বিষয়সম্পত্তি থাকার বিষয়ে বলেছেন, এগুলো পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত।

নিম্নমান সহকারী হিসাবে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে কাজে যোগ দেয়া সিরাজুল বর্তমানে উচ্চমান সহকারী পদে কর্মরত। কামরাঙ্গীরচর থানার পূর্ব রসুলপুর প্রধান সড়কটির পাশে ৪ কাঠার ওপর একটি ৫তলা ভবনের তৃতীয় তলায় এইচ-৩নং ফ্ল্যাটে থাকেন সিরাজুল। এ বাড়িটি তাঁর নিজের বলে স্বীকার করেছেন। একটু দূরেই ৮ ও ৯নং গলিতে তাঁ ঐকই রকম দেখতে আরও দু'টি পাঁচতলা ভবন রয়েছে। সিরাজুল স্বীকার না করলেও একই রকমের দেখতে [illegible]

এলাকাবাসী জানিয়েছে। ৭নং গলিতে তাঁর ও পাঁচতলা বাড়ি রয়েছে যেটিতে সানরাইজ কিন্ডা অবস্থিত। পাশের ৫নং গলিতে একটি ভবনের চলছে। এ বাড়িটিও সিরাজুলই নির্মাণ করছে গেছে। ঐ গলির মুখে একটি জেনারেল স্টোর রয়েছে। যেটির নাম ইত্যাদি জেনারেল স্টোর। সিরাজুল তাঁর শ্যালক মারফত দোকানটি চালালেও তিনি বিষয়টি স্বীকার করেননি। কামরাঙ্গীর চর এলাকায় সিরাজুলের বাড়ির আশপাশের লোকজন তার আরও বাড়ি ও প্লট রয়েছে। কেরানীগঞ্জের ঝাউলাহাটি ও খোলামোড়ায় তাঁর জমি থাকার তথ্য মিলেছে। একদা এ এলাকায় ছোট্ট একটি বাসা ভাড়া করে বসবাসকারী সিরাজুলের এহেন উত্থানে এলাকাবাসী যারপরনাই বিস্মিত। তবে একটি বাড়ি ছাড়া একই রকম দেখতে অন্য বাড়িগুলো তাঁর নয় বলে সিরাজুল জনকণ্ঠের সঙ্গে কথোপকথনে দাবি করেন। তাঁর মতে, তাঁর বিপক্ষের লোকেরা এসব ভুল তথ্য দিয়েছে। তবে সূত্রমতে প্রতিমাসে কেবল বাড়ি ভাড়াই ওঠে তাঁর ৩ লাখ টাকার উপরে। গ্রামের বাড়িতে তাঁর প্রচুর জায়গা জমি থাকার বিষয়টি স্বীকার করেন সিরাজুল ইসলাম। এগুলো পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত বলেও দাবি করেন।

কি করে একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর এত টাকা হলো খোঁজ নিতে গিয়ে জানা যায়, সিরাজুল ইসলামের মূল আয় তদ্বির। পরীক্ষার খাতা কোথায় কোন শিক্ষকের কাছে গেছে তা জানানো। কম্পিউটারাইজ সিস্টেম হবার পরও তার খাতা খুঁজে বের করতে কম্পিউটার সেকশনের অসাধু লোকজনের যোগসাজশে বিকল্প কৌশল বের করেছে বলে জানা গেছে। এদের বিরুদ্ধে টেবুলেশন শিটগড়মিল সংক্রান্ত অভিযোগও পাওয়া গেছে। একটি কাজের সূত্র ধরে সিরাজুলের সঙ্গে আলাপ হলেও তিনি পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজকর্ম বা তদ্বিরে জড়িত নন বলে দাবি করেন।